সার বিক্রেতাদের সনদ স্থগিতের প্রতিবাদে মেহেরপুরে মানববন্ধন

দেশব্যাপী বাংলাদেশ সরকার অনুমোদিত কার্ডধারী খুচরা সার বিক্রেতাদের সনদ স্থগিত করার প্রতিবাদে মেহেরপুরে মানববন্ধন কর্মসূচি ও স্মারকলিপি প্রদান করা হয়েছে।

মেহেরপুর জেলা খুচরা সার বিক্রেতা অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ, মেহেরপুর জেলা শাখার উদ্যোগে বুধবার সকালে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় চত্বরে এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা খুচরা সার বিক্রেতা অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি শাহিনুল ইসলামের সভাপতিত্বে মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন অ্যাসোসিয়েশনের উপদেষ্টা ইলিয়াস হোসেন, আহসান হাবিব প্রমুখ।

বক্তারা বলেন, সারাদেশে প্রায় ৪৪ হাজার সরকার অনুমোদিত কার্ডধারী খুচরা সার বিক্রেতার কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যাওয়ায় তারা পরিবার-পরিজন নিয়ে চরম হতাশার মধ্যে দিনযাপন করছেন। দ্রুত সনদ স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার করে তাদের ব্যবসা পরিচালনার সুযোগ দেওয়ার দাবি জানান তারা।

মানববন্ধন শেষে জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর বরাবর একটি স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। কর্মসূচিতে মেহেরপুর জেলার বিভিন্ন এলাকার খুচরা সার বিক্রেতারা অংশগ্রহণ করেন।

ঝিনাইদহে খুচরা সার বিক্রেতা বহাল রাখা ও নীতিমালা সংশোধনের দাবীতে মানববন্ধন

সরকার অনুমোদিত কার্ডধারী খুচরা সার বিক্রেতা বহাল রাখা ও সার সংক্রান্ত নীতিমালা সংশোধনের দাবীতে ঝিনাইদহে মানববন্ধন

কর্মসূচি পালিত হয়েছে।

বুধবার (৪ মার্চ) সকালে জেলা প্রশাসকের কার্যলয়ের সামনে এ কর্মসূচির আয়োজন করে খুচরা বিক্রেতা এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ জেলা শাখা। এতে ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে জেলা ও উপজেলা শাখার খুচরা সার বিক্রেতারা অংশ নেয়।

ঘন্টাব্যাপী চলা এই কর্মসূচীতে সংগঠনটির জেলা শাখার সভাপতি সায়েদুল আলম বাদশা, সাধারণ সম্পাদক আবু সাঈদ, সদর উপজেলা শাখার সভাপতি তরিকুল ইসলাম টিপু, মহেশপুরের সভাপতি সাইফুল ইসলাম উজ্জল, হরিণাকুন্ডুর সভাপতি শামিম আহমেদ চাঁদ, শৈলকুপার সভাপতি বাবুল আক্তার, কোটচাঁদপুরের সভাপতি হারুন অর রশিদ ও কালীগঞ্জের সভাপতি জিল্লুর রহমানসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

সেসময় বক্তারা বলেন, খুচরা সার বিক্রেতাদের সনদ স্থগিত করায় দেশের ৪৪ হাজার পরিবার-পরিজন নিয়ে মানবেতর জীবন-যাপন করছে। তাই তাদের বহাল রেখে সার নীতিমালা ২০২৫ এর পুর্ণগঠন স্থগিত করার দাবী জানান তারা। পরে জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি পেশ করেন তারা।

রিটের নামে প্রহসন বন্ধ ও অবিলম্বে প্রশাসক নিয়োগের দাবিতে হাউলী ইউনিয়নে মানববন্ধন

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়ন পরিষদে দীর্ঘ এক যুগ ধরে নির্বাচন বন্ধ থাকার প্রতিবাদে এবং অবিলম্বে নির্বাচন ও প্রশাসক নিয়োগের দাবিতে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধবার বেলা ১১টায় হাউলী ইউনিয়ন পরিষদের সামনে ইউনিয়নবাসীর আয়োজনে এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। দল-মত নির্বিশেষে বিভিন্ন

শ্রেণি-পেশার মানুষ এতে অংশগ্রহণ করেন। মানববন্ধনে অংশগ্রহণকারীরা ব্যানার ও প্ল্যাকার্ডে লেখেন “রিটের নামে প্রহসন বন্ধ করো” এবং “হাউলী ইউনিয়ন পরিষদে অবিলম্বে নির্বাচন চাই, প্রশাসক নিয়োগ চাই।”

বক্তারা অভিযোগ করে বলেন, সীমানা-সংক্রান্ত জটিলতা ও একের পর এক রিট আবেদনের কারণে প্রায় এক যুগ ধরে হাউলী ইউনিয়ন পরিষদে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি। ৫ আগস্টের পর এ ইউনিয়ন পরিষদে কোনো মামলা না থাকলেও সম্প্রতি চারজন ইউপি সদস্য নতুন করে হাইকোর্টে রিট দায়ের করে প্রশাসক নিয়োগ ও নির্বাচন কার্যক্রম ছয় মাসের জন্য স্থগিত করেছেন।

বক্তারা আরও বলেন, ইউনিয়ন পরিষদের মেয়াদ শেষ হওয়ায় উপজেলা প্রশাসন প্রশাসক নিয়োগের প্রস্তুতি নিচ্ছিল। এমন সময় নতুন করে রিট করায় প্রশাসক নিয়োগ প্রক্রিয়া স্থগিত হয়ে যায় এবং নির্বাচন কার্যক্রম অনিশ্চয়তার মুখে পড়ে।

মানববন্ধনে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন হাউলী ইউপি সদস্য জাহাঙ্গীর আলম টিক্কা, শাহ তাজ আলম, হুমায়ুন কবির ডাবলু ও রজব আলী সুমন প্রমুখ।

তারা অবিলম্বে মামলা প্রত্যাহার করে সাধারণ মানুষের ভোটাধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার আহ্বান জানান এবং নির্বাচনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানান।

ইউনিয়নবাসীর ভাষ্য, দীর্ঘদিন ধরে নির্বাচিত প্রতিনিধিত্ব থেকে বঞ্চিত হওয়ায় সাধারণ মানুষের মাঝে হতাশা ও ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। তারা দ্রুত এ জটিলতার অবসান চেয়ে সরকারের সংশ্লিষ্ট মহলের হস্তক্ষেপ কামনা করেন।

শিশু তাবাসসুম হত্যাকারীর

ফাঁসির দাবীতে কালীগঞ্জে নারীদের মানববন্ধন

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে ৫ বছরের শিশু তাবাসসুম হত্যার প্রতিবাদ ও হত্যাকারীর ফাঁসির দাবীতে মানববন্ধন কর্মসূচী পালন করা হয়েছে।

রোববার সকালে উপজেলার বারবাজার বাসস্ট্যান্ডে এ কর্মসূচীর আয়োজন করে স্থানীয় নারীসমাজ। এতে ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে নিহতের স্বজন ও এলাকাবাসীরা অংশ নেয়।

ঘন্টাব্যাপী চলা এই কর্মসূচীতে নারী সমাজের সভানেত্রী সামলা খাতুন, সেক্রেটারী রেহেনা খাতুন, সাংগঠনিক সম্পাদক হাবিবা খাতুনসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

সেসময় বক্তারা হত্যাকারী আবু তাহেরকে দ্রুত বিচারের আওতায় দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান।

উল্লেখ, গত ২৫ ফেব্রুয়ারি নিখোঁজ হওয়ার পরের দিন সকালে উপজেলার বাদুরগাছা গ্রামের আব্দুল জব্বার মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সেপটিক ট্যাংক থেকে শিশু তাবাসসুমের মরদেহ উদ্ধার করে পুলশ। পরে তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় অভিযান চালিয়ে ২৬ ফেব্রুয়ারি কুষ্টিয়া থেকে অভিযুক্ত আবু তাহেরকে গ্রেপ্তার করা হয়।

হরিণাকুণ্ডুতে সরকারী কর্মচারীদের মানববন্ধন

বৈষম্যহীন ৯ম জাতীয় পে-স্কেলের প্রজ্ঞাপন ও বাস্তবায়নের দাবীতে ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডুতে সরকারী কর্মচারীদের মানববন্ধন কর্মসূচী পালিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (৫ ফেব্রয়ারি) সকালে উপজেলার দোয়েল চত্বরে বাংলাদেশ কর্মচারী সমন্বয় পরিষদের হরিণাকুণ্ডু উপজেলার শাখার উদ্যোগে এ

কর্মসূচী পালন করা হয়।

এতে সংগঠনটির উপজেলা শাখার সভাপতি মীর জাহাঙ্গীর হোসেন, সহ-সভাপতি নজরুল ইসলাম ও জিয়াউর রহমান, সাধারণ সম্পাদক আমির হোসেন ও সাংগঠনিক সম্পাদক ইমদাদুল হকসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

সেসময় বক্তারা জাতীয় নির্বাচনের আগেই পে-স্কেল ঘোষণা করতে সরকারের প্রতি আহ্বান জানান। দ্রুত দাবী মানা না হলে কর্ম বিরতিসহ কঠোর আন্দোলনের কর্মসুচী পালনের ঘোষণার হুশিয়ারি দেন বক্তারা।

সংখ্যালঘু হত্যার বিচার ও সাম্প্রদায়িক সহিংসতা বন্ধের দাবীতে ঝিনাইদহে মানববন্ধন

দীপু চন্দ্র দাস, মণি চক্রবর্তী ও খোকন চন্দ্র দাসসহ সকল সংখ্যালঘু হত্যাকারীদের বিচার ও সকল প্রকার সাম্প্রদায়িক সহিংসতা বন্ধের দাবীতে ঝিনাইদহে মানববন্ধন কর্মসূচী পালিত হয়েছে।

শনিবার সকালে শহরের পায়রা চত্বরে এ কর্মসূচীর আয়োজন করে জেলা সনাতনী ঐক্যমোর্চা। এতে ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে বিভিন্ন সনাতনী সংগঠনের নেতৃবৃন্দসহ নানা শ্রেণী পেশার মানুষ অংশ নেয়।

ঘন্টাব্যাপী চলা এই কর্মসূচীতে একাত্বতা ঘোষণা করে বক্তব্য রাখেন জেলা বিএনপির সভাপতি এ্যাড. এম এ মজিদ, কেন্দ্রীয় পূজা উদযাপন পরিষদের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শুভাশিষ বিশ্বাস সাধন, বিপ্লব কুমার দে, জেলা হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের আহ্বায়ক চন্দন বসু, সদস্য সচিব অরুণ কুমার ঘোষ, জেলা পূজা উদযাপন ফ্রন্টের আহ্বায়ক মিলন কুমার ঘোষ, সদস্য সচিব সমীর কুমার হালদার, জেলা পূজা উদযাপন পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি অ্যাডভোকেট কানন কুমার দাসসহ অন্যান্যরা।

সেসময় বক্তারা, সাম্প্রতিক সময়ে সাম্প্রদায়িক সহিংসতার ঘটনা

উদ্বেগজনকভাবে বেড়েছে উল্লেখ করে এসব ঘটনায় জড়িতদের দ্রুত গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবী জানান। একই সঙ্গে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং দেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখতে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য সরকারের প্রতি দাবি জানান।

দামুড়হুদায় আন্তর্জাতিক দুর্নীতি বিরোধী দিবস পালন

দামুড়হুদায় আন্তর্জাতিক দুর্নীতি বিরোধী দিবস উপলক্ষে মানববন্ধন ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৯টায় “দুর্নীতির বিরুদ্ধে তারুণ্যের ঐক্য, গড়বে আগামীর শুদ্ধতা” এই স্লোগানকে সামনে রেখে দুর্নীতি দমন কমিশন সমন্বিত কার্যালয় ঝিনাইদহ, উপজেলা প্রশাসন দামুড়হুদা ও উপজেলা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি দামুড়হুদার যৌথ আয়োজনে প্রথমে উপজেলা চত্বরে মানববন্ধন এবং পরবর্তীতে উপজেলা পরিষদের সভাকক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উপজেলা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সাধারণ সম্পাদক, সাবেক অধ্যক্ষ মোঃ কামাল উদ্দিনের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ভারপ্রাপ্ত) ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) কে. এইচ. তাসফিকুর রহমান।

এখনো পর্যন্ত কেন এই দুর্নীতির বিরুদ্ধে যথাযথভাবে প্রতিরোধ গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি সে বিষয়ে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন “দুর্নীতি একটি মরণব্যাধির মতো সমস্যা। আমি বুদ্ধি জ্ঞান হওয়ার পর থেকেই দেখছি শৈশব থেকেই মানুষের অন্তরে দুর্নীতি ঢুকে পড়ে। সবলরা দুর্বলদের উপর প্রভাব বিস্তার করে, দুর্বলদের ঠেলে ফেলে দেয় এবং সমাজে হেয় প্রতিপন্ন করে। আমরা যারা সরকারি চাকরি করি, অনেক সময় দায়িত্ব হিসেবে না দেখে ক্ষমতার অপব্যবহার করি, যার ফলে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে বৈষম্যের সৃষ্টি হয়। তাই এই মরণব্যাধি দুর্নীতি থেকে বেরিয়ে আসতে হবে।”

তিনি আরও বলেন “দুর্নীতি হলো বৈষম্য। সামষ্টিকভাবে দুর্নীতি

প্রতিরোধ করতে হলে সামাজিক সচেতনতা বাড়াতে হবে এবং জোরালো প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। হয়তো সমাজ থেকে দুর্নীতি পুরোপুরি নির্মূল করা সম্ভব নয়, কিন্তু সমতা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। এই দেশটি দুর্বল শ্রেণির মানুষের হাত ধরে স্বাধীন হয়েছে তাই কৃষকদের সম্মান করতে হবে, নারীদের সম্মান করতে হবে, শ্রমিকদের সঠিক সময়ে ন্যায্য মজুরি দিতে হবে, অসহায়দের পাশে দাঁড়াতে হবে। তাহলেই আমরা একটি দুর্নীতিমুক্ত সুন্দর সমাজ ও দেশ গড়ে তুলতে পারব।”

আব্দুল ওদুদ শাহ ডিগ্রি কলেজের প্রভাষক মিল্টন কুমার সাহার সঞ্চালনায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা স্বাস্থ্য ও প.প. কর্মকর্তা ডাঃ মশিউর রহমান, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা শারমিন আক্তার, উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা আবু হাসান, প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা নিলিমা আক্তার হ্যাপি, মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা হোসনে জাহান, সমবায় কর্মকর্তা হারুন অর রশিদ, সমাজসেবা কর্মকর্তা তোফাজ্জেল হক, একাডেমিক সুপারভাইজার রাফিজুল ইসলাম, ফায়ার সার্ভিসের ভারপ্রাপ্ত স্টেশন মাস্টার আব্দুল মান্নান, দামুড়হুদা প্রেস ক্লাবের সহ-সভাপতি মিরাজুল ইসলাম মিরাজসহ উপজেলার বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিবৃন্দ, ধর্মীয় উপাসনালয়ের প্রতিনিধিবৃন্দ, রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ, সুধীজন, রোভার স্কাউট নেতৃবৃন্দ এবং বিভিন্ন স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রী।

মুজিবনগরে ভুল ব্যানারে আন্তর্জাতিক দুর্নীতি বিরোধী দিবস পালন

“দুর্নীতির বিরুদ্ধে তারুণ্যের ঐক্য, গড়বে আগামীর শুদ্ধতা” এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে উপজেলা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির আয়োজনে এবং উপজেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় মুজিবনগরে আন্তর্জাতিক দুর্নীতি বিরোধী দিবস ও “দুর্নীতি দমন ও প্রতিরোধে করণীয়” শীর্ষক আলোচনা সভা পালিত হয়েছে।

তবে আয়োজক ও সহযোগী উভয় পক্ষই ভুল ব্যানারে কর্মসূচি পালন করে সমালোচনার জন্ম দিয়েছেন। এ ছাড়া মুজিবনগর থানার সাবেক ওসিকে বিশেষ অতিথি করা এবং নিজেদের মধ্যে ক্রেস্ট প্রদান নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে।

মঙ্গলবার সকাল ৯টায় মুজিবনগর উপজেলা পরিষদ চত্বরে পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে দিবসটির শুভ সূচনা করা হয়। পতাকা উত্তোলন শেষে উপজেলা পরিষদ চত্বরে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

মানববন্ধন শেষে উপজেলা পরিষদ অডিটরিয়ামে ভুল ব্যানার টানিয়ে “দুর্নীতি দমন ও প্রতিরোধে করণীয়” শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উপজেলা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সহ-সভাপতি ওমর ফারুক প্রিন্সের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সাইফুল হুদা। বিশেষ অতিথি ছিলেন মুজিবনগর থানার সাবেক ওসি মিজানুর রহমান। আরও উপস্থিত ছিলেন উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মামুন উদ্দীন আল আজাদ, মুজিবনগর থানার ওসি (তদন্ত) গৌতম কুমার, উপজেলা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সাধারণ সম্পাদক বাকের আলী।

আলোচনা সভা শেষে সম্মাননা স্মারক গ্রহণ করেন অনুষ্ঠানের সহযোগী উপজেলা প্রশাসনের পক্ষে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সাইফুল হুদা, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মামুন উদ্দীন আল আজাদ, উপজেলা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সহ-সভাপতি ওমর ফারুক প্রিন্স, সাধারণ সম্পাদক বাকের আলী, সহ-সভাপতি শাহানাজ খাতুন এবং সদস্য ইয়ামিন ইসলাম।

মানববন্ধন ও আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক, বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী এবং উপজেলা প্রশাসনের কর্মকর্তা- কর্মচারীরা।

গাংনীতে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কমপ্লিট শাটডাউন কর্মসূচির পর মানববন্ধন

তিন দফা দাবি বাস্তবায়নে দীর্ঘস্থায়ী অগ্রগতি না পাওয়ায় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারি শিক্ষকেরা শাটডাউন কর্মসূচির দ্বিতীয় দিনে মানববন্ধন করেছেন মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বিভিন্ন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা।

আজ বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) বেলা সাড়ে ১১টার সময় গাংনী উপজেলা পরিষদের শিল্পকলা একাডেমির সামনে এই মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। মানববন্ধনে গাংনী উপজেলার বিভিন্ন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শতাধিক সহকারি শিক্ষক অংশ নেন।

মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন শিক্ষক সমিতির সভাপতি আক্তারুজ্জামান বকুল। এ সময় সাধারণ সম্পাদক সেলিমুজ্জামানসহ শিক্ষক নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

তিন দফা দাবি বাস্তবায়নে দীর্ঘস্থায়ী অগ্রগতি না পাওয়ায় এবং তিন শিক্ষক নেতাকে শোকজ নোটিশ দেওয়ার প্রতিবাদে আজ বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) শিক্ষার্থীদের বার্ষিক পরীক্ষা বন্ধ রেখে মেহেরপুরের ৩০৮টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারি শিক্ষকদের ‘শাটডাউন’ কর্মসূচি দ্বিতীয় দিনের মতো চলছে। গতকাল বুধবার সহকারি শিক্ষকরা বিদ্যালয়ে উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু আজ বৃহস্পতিবার কাউকে পাওয়া যায়নি।

প্রাথমিক শিক্ষক দাবি বাস্তবায়ন পরিষদের উদ্যোগে দ্বিতীয় দিনের মতো বার্ষিক পরীক্ষা স্থগিত রয়েছে। সরেজমিনে বিদ্যালয়গুলোতে দেখা গেছে, প্রধান শিক্ষকরা বিদ্যালয়ে থাকলেও সহকারি শিক্ষকরা শ্রেণীকক্ষগুলোতে তালা মেরে চলে গেছেন। শুধুমাত্র প্রধান শিক্ষকরা বাইরে ঘোরাঘুরি করছেন।

মেহেরপুর জেলায় ৩০৮টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এর মধ্যে সহকারি শিক্ষক রয়েছেন ২০০০ জন।

মেহেরপুরে মনোনয়ন দ্বন্দ্বে নির্বাচনী ব্যয় বাড়ছে

মেহেরপুর-১ ও গাংনী আসনে বিএনপির প্রাথমিক মনোনয়নকে ঘিরে বিরাজ করছে অস্বস্তিকর অস্থিরতা। দুই আসনেই মনোনয়ন পুনর্বিবেচনার দাবিতে মানববন্ধন, প্রতিবাদ সমাবেশ, গণস্বাক্ষর সংগ্রহ ও পৃথকভাবে কর্মসুচী পালন অব্যাহত আছে।

সংঘর্ষের ঘটনাও ঘটছে। অথচ কথা ছিল দলীয় মনোনয়ন যাকে দেয়া হবে তার পক্ষে সম্মিলিতভাবে কাজ করবেন। কিন্তু বিপরিত চিত্রের কারণে শুধু রাজনৈতিক উত্তেজনাই বাড়ছে না নির্বাচনী ব্যয়ও অস্বাভাবিক হারে বাড়তে শুরু করেছে বলে জানাচ্ছেন স্থানীয় নেতাকর্মীরা।

মেহেরপুরের দুুটি আসনে সাবেক দুই এমপি দলীয় মনোনয়ন পাবার পর এই বিরোধ তুঙ্গে উঠছে।

মেহেরপুর-১ আসনে দলীয় মনোনয়ন পাওয়া সাবেক এমপি মাসুদ অরুণ পক্ষ ধানের শীষের পক্ষে ভোট চেয়ে জনসংযোগ করছেন।

মনোনয়ন বঞ্চিত কামরুল হাসান পক্ষ দলীয় মনোনয়ন পুনর্বিবেচনা দাবিতে বিভিন্ন কর্মসুচী পালন করছেন। নিজ নিজ অবস্থান জানান দিতে গ্রাম গঞ্জ থেকে বাস ভরে লোকবল আনতে হচ্ছে উভয় পক্ষকে। ব্যানার-ফেস্টুন, মাইকিং, শোডাউন, প্রচারপত্র এসবের পেছনে বাড়তি খরচ পড়ছে উল্লেখযোগ্যভাবে।

অন্যদিকে মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনে সাবেক এমপি আমজাদ হোসেনের মনোনয়নকে ঘিরে আরও তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছে।

জেলা বিএনপির সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টনের পক্ষে নেতা কর্মীরা প্রায় প্রতিদিনই সড়ক অবরোধ, বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করছেন।

দলীয় মনোনয়নের দাবিতে পোস্টার, লিফলেট, মোটরসাইকেল শোডাউনসহ বিভিন্ন কর্মসূচিতে ব্যয় বাড়ছে কয়েকগুণ। আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় নিয়োজিত বাহিনীকেও তৎপর থাকতে হচ্ছে।

মেহেরপুর পৌর বিএনপির সাবেক সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস বলেন মিল্টন-কামরুল পক্ষের চেয়ে অরুণ-আমজাদ পক্ষ জনপ্রিয়তার কারণেই দলীয় মনোনয়ন পেয়েছেন। জাতীয় নির্বাচনে তাদের বিকল্প এখনও কোন নেতা তৈরী হয়নি।

স্থানীয় নেতাদের ভাষ্য, মনোনয়নকে কেন্দ্র করে এমন ধারাবাহিক কর্মসূচি দলের ভেতর বিভাজন বাড়ানোর পাশাপাশি অপ্রয়োজনীয় আর্থিক চাপ সৃষ্টি করছে। মনোনয়ন পুনর্বিবেচনার দাবিতে যে প্রতিযোগিতা চলছে, তা শেষ পর্যন্ত সম্ভাব্য প্রার্থীদের ওপর বাড়তি ব্যয়ের বোঝা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, মনোনয়নের আগে থেকেই নির্বাচনসংশ্লিষ্ট খরচ বাড়তে শুরু করেছে- যেখানে পোস্টার, ব্যানার, লজিস্টিকস ও কর্মসূচি খরচ যোগ হয়ে প্রতিদিনই ব্যয়ের তালিকা দীর্ঘ হচ্ছে।

নেতাকর্মীরা বলছেন, প্রাথমিক মনোনয়নে অসন্তোষ থাকলেও ধারাবাহিক কর্মসূচি ও শক্তির প্রদর্শন করতে গিয়ে যে অর্থনৈতিক চাপ বাড়ছে, তা শেষ পর্যন্ত নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের জন্য প্রতিকূল পরিস্থিতি তৈরি করতে পারে।

একইসঙ্গে এতে দলে বিভক্তির গভীরতা বাড়বে এবং নির্বাচন পূর্ববর্তী সময় থেকেই অপ্রয়োজনীয় ব্যয় অতিরিক্ত উচ্চতায় পৌঁছে যাবে। দলীয়দ্বন্দ্ব নির্বাচনে জয় হাতছাড়া হবার আশংকাও উড়িয়ে দেয়া যাবে না।

নির্বাচনের এখনও সময় থাকলেও মেহেরপুর জুড়ে এখন মূল আলোচনায় বিএনপির অভ্যন্তরীণ মনোনয়ন সংকট, এবং তা ঘিরে প্রতিদিন বাড়তে থাকা রাজনৈতিক উত্তাপ ও ব্যয়ের চাপ।

মেহেরপুর-১ আসনে দলীয় মনোনয়ন পাওয়া সাবেক এমপি মাসুদ অরুণ যুগান্তরকে বলেন নির্বাচনের আগে মনোনয়ন নিয়ে এমন পরিস্থিতি অস্বাভাবিক না। দলের জরিপে যোগ্য বিবেচনায় আমাকে মনোনয়ন দেয়া হয়েছে। তফশীল ঘোষণার পর সব এক কাতারে চলে আসবে।